বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ খ্রীস্টাব্দ

প্রকাশ কাল ঃ

আষাঢ়' ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
জুলাই'২০২৪ খ্রীস্টাব্দ

সম্পাদনায় ঃ

মো. মতিউর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক।

তথ্য সমন্বয়ঃ

মো. মোকাররম হোসেন, হেড অফ এ্যাডমিন এন্ড এইচআর, সিটিডাব্লিউ।

মি. কৃষ্ণ কান্ত রায়, হেড অফ ফাইন্যান্স এন্ড এ্যাকাউন্টস, এমএফপি।

মো. সাজ্জাদুর রহমান, সিএইচডিআরপি, পিআরআইডি।

মো. জাহেনুর আলম, আইটি ম্যানেজার, এমএফপি।

প্রকাশনায় ঃ

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)

মন্মথপুর, চাকলাবাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

পোষ্ট কোড ঃ ৫২৫০,

মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৪১৯১৫, ০১৭২৭-০২৪০৩৪

ই-মেইল ঃ ctwdinaj08@gmail.com

ওয়েব ঃ https://cometowork.org

ইলাস্ট্রেশন ঃ

মো. জাহেনুর আলম

ডিজাইন ঃ

ছায়া কম্পিউটার

গণেশতলা, দিনাজপুর।
০১৭২৪৬৭৭৮২২
chayacomputer21@gmail.com

সূচীপত্র

কর্মসূচী সমূহ — পৃষ্ঠা

কর্মসূচী সমূহ	পৃষ্ঠা
কর্ম এলাকার মানচিত্র	০১
চেয়ারপার্সন	০২
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	০৩
সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	০৪
সংস্থার ইতিকথা	০৫
সংস্থার আইনগত বৈধতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ	০৬
মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের প্রধান কার্যক্রম ও সেবাসমূহ	০৭
মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য, কৌশলগত দিক ও এ্যাপ্রোচ	০৮
মানব কল্যাণে মাইক্রোফিন্যান্স	০৯
এক নজরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের তহবিলের উৎস ও বর্তমান অবস্থা	১০
জাগরণ ও সুফলন ঋণ কার্যক্রম	১১
বুনিয়াদ, এলআরএল ও ফেজ-২, সিএমএসএমই, গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম	১২
মাইক্রোফিন্যান্সে অগ্রসর ও এসএমই ঋণ কার্যক্রম	১৩
সিটিডাব্লিউ'র সঞ্চয় কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ	১৪
ভবিষ্যত জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব	১৫
নারীর ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স	১৬
কৃষিতে মাইক্রোফিন্যান্স	১৭
মৎস্য সেক্টর	১৮
লাইভস্টক ও পোল্ট্রি সেক্টর	১৯
সদস্য'র কল্যাণে তহবিল	২০
সিটিএল গ্রন্থাগার ও অটোমেশন কার্যক্রম	২১
ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট ও বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	২২
প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন প্রকল্প	২৩
ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) তহবিল	২৪
Segmental Statement of Income & Expenditure	২৫-২৬
Segmental Statement of Financial Position	২৭-২৮
ফটোগ্যালারী	২৯-৩০

বাংলাদেশ মানচিত্র

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্ম এলাকা

নীলফামারী জেলা।
(সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও নীলফামারী সদর উপজেলা)।

রংপুর জেলা।
(তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ উপজেলা)।

দিনাজপুর জেলা।
(পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, খানসামা, দিনাজপুর সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলা)

চেয়ারপার্সনের বাণী

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্ম এলাকার লক্ষ্যভুক্ত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছে। দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) উত্তর জনপদের অবহেলিত মানুষের দারিদ্র হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মানব সেবার ব্রত নিয়ে দক্ষ কর্মী বাহিনীর সম্মিলিত শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সংস্থাটি আরও সম্প্রসারিত হোক ও দেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে সুদূর প্রসারী কার্যক্রম ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাক্ কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই প্রত্যাশায়।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ধন্যবাদ জানাই দাতা সংস্থা, শুভাকাংখী ও সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের যাদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা এবং বাস্তবধর্মী সেবাদানে জনসাধারণের সেবার মান উন্নয়ন এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে বিরামহীনভাবে কাজ করে আসছে।

(মোঃ মাহফিজুল ইসলাম)
চেয়ারপার্সন।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে উত্তর জনপদের অবহেলিত শোষিত, নিপীড়িত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি নেতৃত্ব বিকাশ, বেকারত্ব দূরীকরণ , কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরিসর বিস্তৃতি ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী প্রতিরোধ ও পুর্নবাসনে সহযোগিতা এবং অধিকার আদায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার কাজ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। দাতা সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সু-নজরের ফলে কার্যক্রম এবং কর্ম এলাকার পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্ম এলাকার মানুষদের উৎসাহ দান এবং কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে পুজিঁ বৃদ্ধি এবং স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র সংস্থা যাদের অনুপ্রেরণা, প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আগামী দিনগুলি সবার জন্য শুভ হোক এই প্রত্যাশায়।

প্রকাশনায় ত্রুটি ধরা পড়লে পরি শুদ্ধির জন্য মতামত দেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রকাশনার মতো এই জটিল কাজে যারা সার্বিক সহায়তা করেছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(মোঃ মতিউর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক।

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

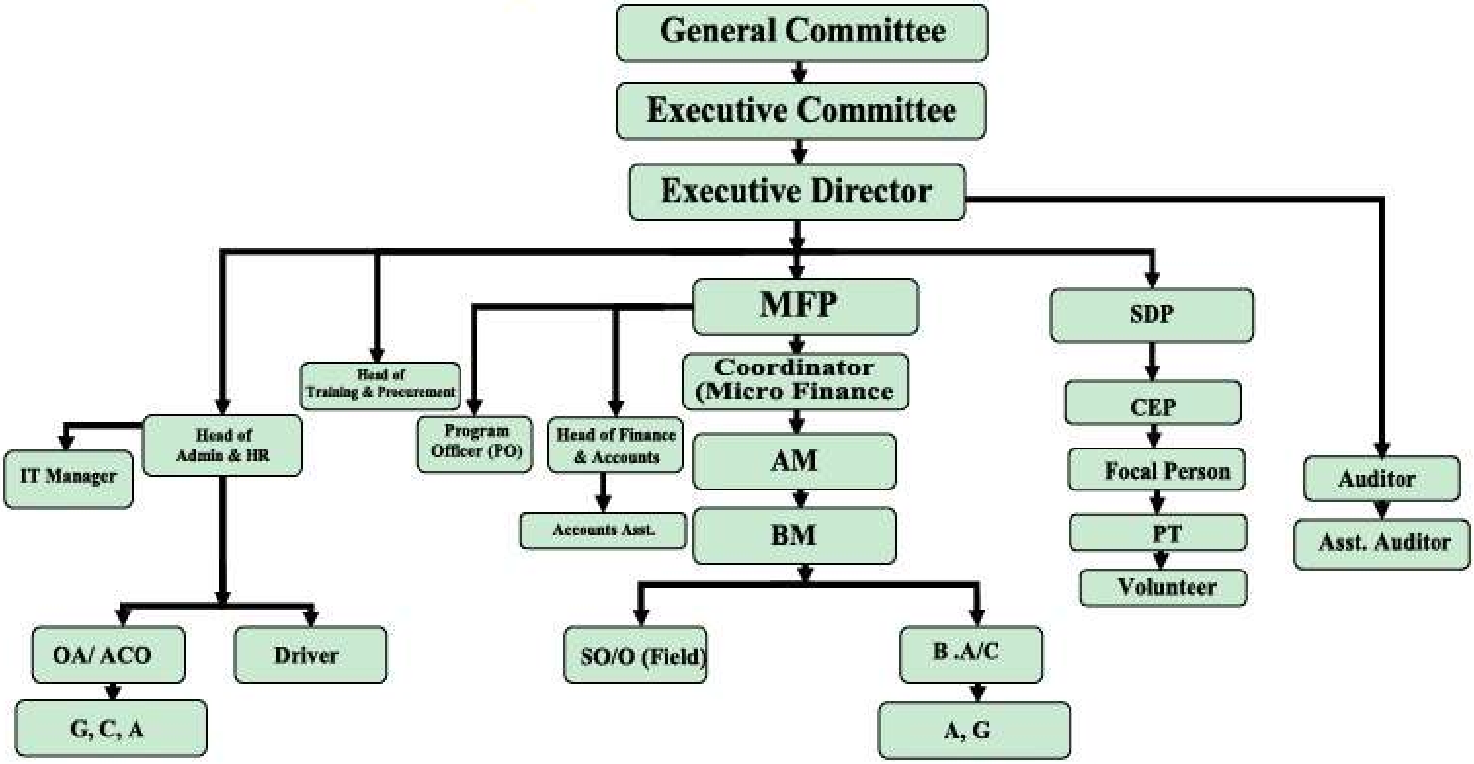

Particular	Number
General Committee Member	21
Executive Committee	07/21
Executive Director	01
Coordinator (Micro Finance)	01
Head of Training & Procurement	01
Head of Admin & HR	01
Area Manager	03
Head of Finance & Accounts	01
Auditor	01
IT Manager	01
Asst. Auditor	02
Branch Manager	13
Physiotherapist	01
Program Officer	01
B.A/C	13
SO/O (Field)	55
Accounts Asst.	01
OA/ACO	01
G,C,A,Driver	04
FT	05
Volunteer	01

Total Number of Staff & Volunteer Come to Work (CTW): 105.

- AM = Area Manager.
- ACO = Assistant Computer Operator.
- A/C = Assistant Accountant.
- A = Ayah.
- BM = Branch Manager.
- B. A/C = Branch Accountant.
- C = Cook .
- CEP = Child Empowerment Program.
- G = Guard.
- IT = Information Technology
- MFP = Micro Finance Program.
- MFC = Coordinator (Micro Finance)
- OA = Office Assistant.
- O = Officer.
- PT = Physiotherapist.
- PO = Program Officer.
- SO = Senior Officer.
- SDP = Social Development Program.

গত ২৯ এপ্রিল, ২০২৩ইং অনুমোদিত Organogram টি অদ্য ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ৮ম কার্যনির্বাহী পরিষদের ৫ম অধিবেশনের ৫নং আলোচ্য বিষয়ের সিদ্ধান্তনুযায়ী সংশোধন করা হয়।

সংস্থার ইতিকথা
Organizational History

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের শস্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জেলা দিনাজপুর। দিনাজপুর জেলা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলজংশন খ্যাত অতি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো পার্বতীপুর। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে অত্র অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামজিক অবস্থা বেশ নাজুক ছিল। এতদাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ভূমিহীন, নিরক্ষর, অসহায় ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে অসচেতন এরূপ সহায়হীন সর্বোপরি খেটে খাওয়া গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং শহরতলীর বস্তিবাসী মানুষদের সংগঠিত করে উন্নয়নের ধারায় আনায়নের লক্ষ্যে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমাজসেবী জনাব মতিউর রহমানের নেতৃত্বে এলাকার কিছু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক, সমাজ হিতৈশী ও সমাজকর্মীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ থেকে প্রায় সাঁইত্রিশ বছর পূর্বে ১৯৮৩ সালের ৫ জানুয়ারী, বুধবার এক ঐতিহাসিক সোনাঝরা রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে পার্বতীপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ২নং মম্মথপুর ইউনিয়ন এর খোড়াখাই মৌজার চাকলা বাজার নামক স্থানে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

কাম টু ওয়ার্ক একটি অলাভজনক, অ-সরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। আত্মপ্রকাশের পর থেকে এইসব অতিউৎসাহী শিক্ষিত যুবক, সমাজ হিতৈশী এবং সমাজসেবকগণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত থাকে। সিটিডাব্লিউ'র প্রাথমিক অবস্থায় যে সব উদ্যাক্তা যুক্ত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন স্থানীয় গ্রামবাসী। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁরা একটি সাধারণ কমিটি গঠন করেন।

সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর, দিনাজপুর থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে পার্বতীপুর উপজেলার ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে কর্মএলাকার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমন্বিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

কাম টু ওয়ার্ক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষত: নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মূলধারা এবং আদিবাসীদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রমমূখী ও অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক ও বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উদ্যোগ সৃষ্টি করা সিটিডাব্লিউ'র মূল লক্ষ্য। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) তার গৃহীত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নকালে বৃহৎ পরিসরে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণকারী সরকারী, এনজিও, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সাথে নিয়ে কাজ করে আসছে। যেমনিভাবে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র পরিধি বিস্তার লাভ করছে তেমনিভাবে সংস্থাটির সুনাম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আইনগত বৈধতা
Legal Status of Come to Work (CTW)

কাম টু ওয়ার্ক এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের নিম্নোক্ত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঃ

- সমাজসেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।
- এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, বৈদেশিক সহায়তা সম্পর্কিত-১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।
- জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, বাংলাদেশ ফার্ম সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)-২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।
- প্যাডর-২০১২ খ্রীষ্টাব্দ।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ।
- ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন-২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র লক্ষ্য ঃ
Goals of Come to Work (CTW)

- অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়ায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক টেকসই উন্নয়ন।

কাম টু ওয়ার্ক এর উদ্দেশ্যসমূহঃ
Come to Work (CTW) Objectives

- সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ত্বরান্বিতকরণ ও মান বৃদ্ধি।
- পরিকল্পিত পরিবার ও সুস্থ জীবন গঠনে সহায়তা।
- পরিবেশ বান্ধব বনায়ন ও কৃষি খামার গড়ে তোলা।
- নারী-শিশু অধিকার সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতা সৃষ্টি।
- দূর্যোগ মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।
- প্রতিবন্ধীদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

কাম টু ওয়ার্ক এর মূল্যবোধসমূহ
Come to Work (CTW) Core values

- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি আত্মবিশ্বাসী।
- সু-সংগঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।
- নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মানবিক আচরণ।
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ক্ষমতায়ন।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- বিশ্বাসের ভিত্তিতে মতামত।
- বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ।
- স্বাধীনতার জন্য বাস্তবধর্মী সেবা।
- দুঃস্থদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

প্রোগ্রামের প্রধান কার্যক্রম ও সেবাসমূহ
Programs Main Activities and Service

গ্রুপ (সমিতি) গঠন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু সংখ্যক সদস্য একত্রিত হয়ে গ্রুপ/সমিতি গঠন করে থাকে। ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি হলো প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানের জন্য পাশাপাশি অবস্থায় বসবাস করে এরূপ একই শ্রেণী পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে সমিতি গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় ও ঋণের ঝুঁকি কমে যায়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রথম অবস্থায় ১০-১৫ জন পাশাপাশি বসবাসকারী একই পেশা ও একই ধরনের আর্থিক সক্ষমতা ব্যক্তিগত জীবন মান উন্নয়নে দিক নির্দেশান প্রদান করা হয়। এরপর সাপ্তাহিক মিটিং এ নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সদস্যদের সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণের কিস্তি আদায়, সদস্য ভর্তি ও ঋণ প্রস্তাবনা, সঞ্চয় ফেরতসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। দলীয় কাজে অংশগ্রহনের ফলে অগ্রগামী নারী সদস্যদের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইউপি'র সেবা, সামাজিক অন্যায়-ন্যায্যতা প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটে এবং নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা গড়ে ওঠে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)

সম্পন্ন সম-মনোভাবাপন্ন সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করে থাকে। পরবর্তীতে গ্রুপের কাঠামো ২৫-৩০ এ উন্নীত করা হয়। সমিতি সদস্যগণ সঞ্চয় জমা, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক আলোচনা, নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধান কল্পে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে একটি স্থানে একত্রিত হন। সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং সদস্যদের পারিবারিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময়সহ টার্গেট গ্রুপ সদস্যদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বোত্তম সেবা দেয়ার মানসিকতা নিয়ে দল গঠনের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের সু-সংগঠিত করে সদস্যদের নিজ নিজ লক্ষ্য অর্জনে সামনের দিকে চলার পথ সুগম করে তুলছে। সদস্যগণ তাদের অধিকার আদায়ে পারিবারিক সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর উদ্দেশ্য
Microfinance Program Objectives

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হলো-

- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিক সঞ্চয় জমার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ।
- স্বল্প সুযোগভোগী লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অব্যাহত ঋণ সুবিধা প্রদান।
- ঋণ দাদনকারী/মহাজনদের উপর দরিদ্রদের নির্ভরতা কমানো।
- টার্গেট ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ এবং এন্টারপ্রাইজ কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং টেকসইভাবে আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন করা।
- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।
- সংস্থার আয় প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রোগ্রামকে স্থায়ীত্বশীল করা।

মাইক্রোফিন্যান্স গ্রুপ এ্যাপ্রোচ থেকে একক উদ্যোক্তা পর্যায়

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের টার্গেট গ্রুপের সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে দলীয় প্লাটফরম এর প্রয়োজন রয়েছে। এই লক্ষ্যে কাম টু ওয়ার্ক এর ব্রাঞ্চ পর্যায়ের কর্মএলাকায় গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলে বসবাসরত নারীদের সংগঠিত করে আলাদা আলাদা গ্রুপ গঠন করা হয়ে থাকে। দলীয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কমিউনিটি এবং পরিবারের চাহিদা ভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন- গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসা, নতুন নতুন কৃষি ও অকৃষি বিষয়ক উদ্যোগ এবং বিভিন্ন ধরনের কৃষিকাজ বাস্তবায়নে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন নতুন নেতৃত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সার্বিকভাবে পরিবারের আয়বৃদ্ধি ঘটে দারিদ্র্যতা কমিয়ে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের বাস্তবতা ও বাজার চাহিদা মাথায় রেখে গ্রুপ এ্যাপ্রোচ থেকে একক উদ্যোগ/উদ্যোক্তা পর্যায়ে এর ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রোগ্রামের কৌশলগত দিকসমূহ
Microfinance Program Strategies

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলি হলো

- টার্গেট গ্রুপের চাহিদা অনুয়ায়ী প্রডাক্ট ডিজাইন ও বহুমূখীকরণ।
- ঋণীদের টেকসই উন্নয়নে অগ্রাধিকার।
- উপকারভোগীদের সর্বোত্তম সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মীদের কাজ সম্পাদন।
- নারী উপকারভোগীদের ক্ষমতায়নে যথাযথ সাপোর্ট প্রদান।
- কাজের ক্ষেত্রে সকলের সমন্বিত উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহন।
- অগ্রসর ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ পরিচালনাকারী সদস্যদের উৎপাদনমূখী বিশেষত: কৃষি ও কুটিরশিল্পে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অগ্রাধিকার প্রদান।
- কার্যকরী ও শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি সহায়তামূলক তত্বাবধান।
- ঋণীদের সম্পদ আহরণ এবং বৃদ্ধিতে সঞ্চয় জমাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।
- অংশীদারিত্বের জন্য জিও, এনজিও এবং দাতা সংস্থার সাথে লিংকেজ স্থাপন।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) নীতিমালা সকল ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন।

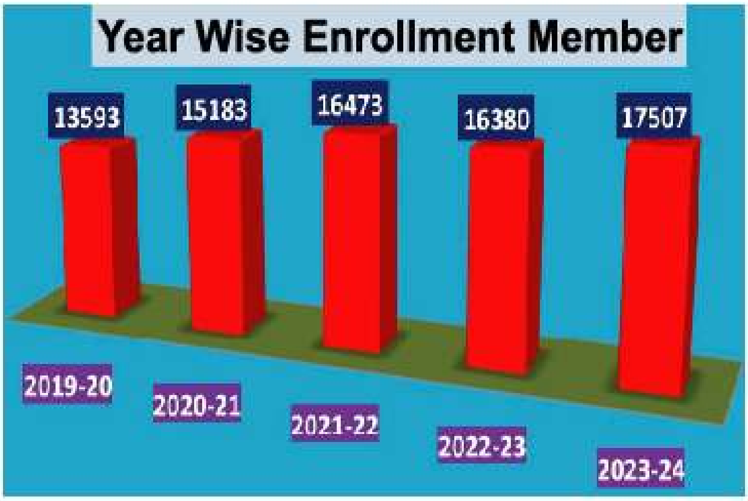

মানব কল্যাণে মাইক্রোফিন্যান্স

এলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুধা- দারিদ্র্য বিমোচন, মহাজনী ঋণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল হতে কতিপয় দক্ষ, সু-শৃংখল, ন্যায় নিষ্ঠাবান কর্মী বাহিনীকে নিয়ে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এর যাত্রা শুরু করেন। এটির প্রাথমিক পর্যায় ছিল দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্রতা নিরসনের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনে সহায়তা করা। বর্তমানে এটির মূললক্ষ্য টেকসহিতা অর্জন। সেই লক্ষ্যে সংস্থা গ্রাহকদের মাঝে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

সময়ের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম আরও অভিজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে এর ব্যাপ্তি, বহুমুখীতা, বিভিন্নতা পরিবর্তিত হয়েছে। পদ্ধতিগত এবং কৌশলগত দিক, টার্গেট গ্রুপ, প্রডাক্ট এবং এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলস্বরূপ গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার হয়েছে। মাইক্রোফিন্যান্স এর পরিধি বৃদ্ধির ফলে কৃষি, ডেয়ারী, পোল্ট্রি, মৎস্য খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বাজার চাহিদা তথা ভোক্তার চাহিদা পুরনের সাথে পর্যায়ক্রমে উৎপাদন, যোগান এবং চাহিদা সমন্বিতভাবে ভারসাম্য বজায় রয়েছে। ফলাফল হলো এ সকল খাতে সামগ্রিকভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটছে।

সেবায় কত বেশী বৈচিত্র্য আনা যায় এবং দরিদ্রদের কিভাবে অধিকতর আর্থিক সেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা চলে আসছে। এরই আলোকে এমএফআই প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মসূচিতে ঋণের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক সেবা যেমন বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয় কার্যক্রম, মাইক্রো-ইন্সুরেন্স, রেমিটেন্স অন্তর্ভুক্ত করেছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কার্যক্রম গ্রহনের ফলে এটি পূর্ব সময়ের তুলনায় অধিকতর বৈচিত্র্যতা লাভ করেছে। যেমন-কৃষি ঋণ, মৌসুমি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং এসএমই ঋণ, দুর্যোগ ঋণ, ক্ষুদ্রবীমা, রেমিটেন্স সার্ভিস এবং সেবা। এছাড়াও এমএফআইসমূহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় সেবার কাজ করে চলেছে। মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের বড় শক্তি হলো গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। যেমন বাল্যবিবাহ, যৌতুক, তালাক, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে থাকে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যাপারেও সচেতনতা প্রদান করে আসছে। ঋণ প্রদান এর পাশাপাশি এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত সম্ভব।

বর্তমানে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সকল প্রোগ্রাম এবং উন্নয়ন উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম। পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন এর সাথে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিতে সিটিডাব্লিউ'র মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অগ্রসর-এন্টারপ্রাইজ ঋণের মাধ্যমে অব্যাহত সহায়তা প্রদান করে আসছে। উপকারভোগী টার্গেট গ্রুপের সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে সিটিডাব্লিউ এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

সিটিডাব্লিউ'র লোন রিভলভিং ফান্ড এর মূল যোগান হয় সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয়ের মাধ্যমে, এরপর হলো পিকেএসএফ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার নিজস্ব তহবিল। সংস্থা টার্গেট গ্রুপ এর চাহিদা অনুযায়ী তার মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এর সঞ্চয় এবং ঋণ কর্মসূচীর বহুমুখীকরণ করেছে এবং তাদের উন্নয়ন চাহিদানুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামে সিটিডাব্লিউ'র মূল শ্লোগান হলো-"স্থায়ীত্বশীল টেকসহিতার মাধ্যমে উন্নয়ন"।

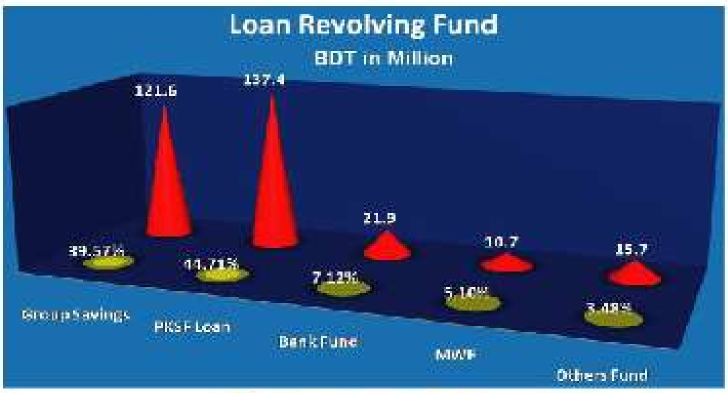

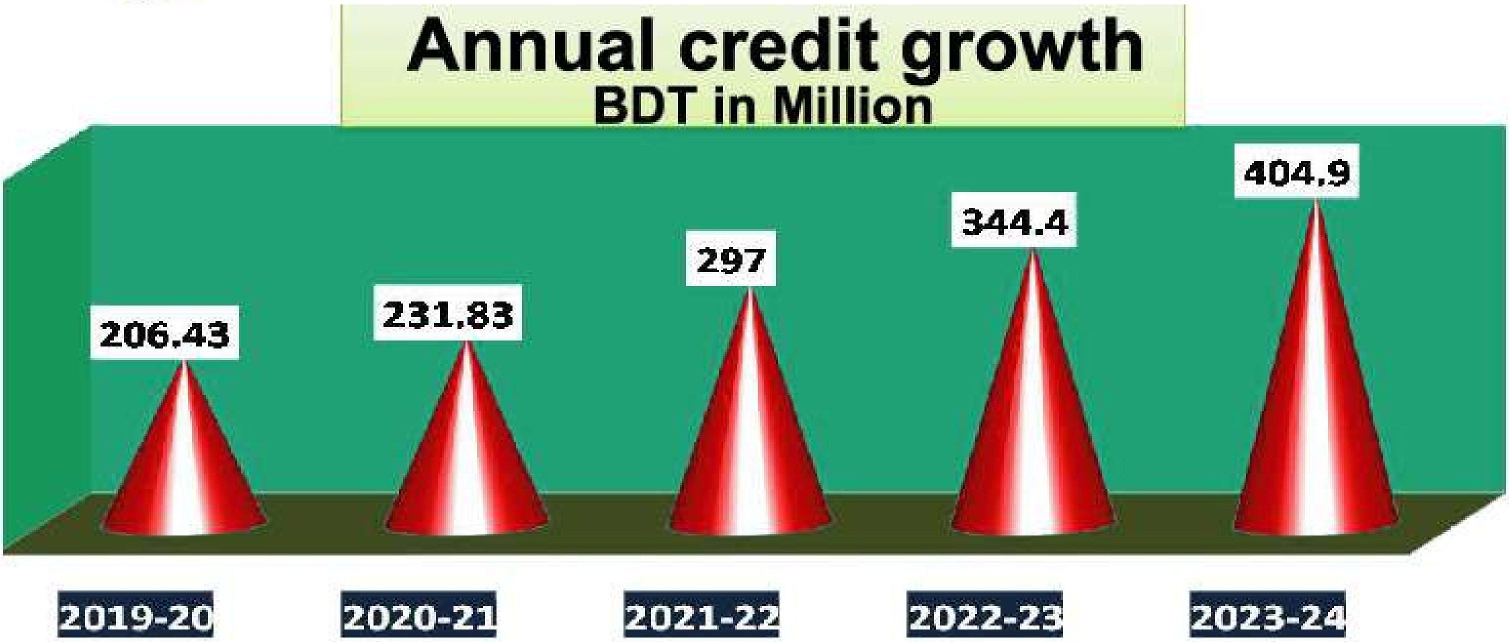

এক নজরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম (এমএফপি)'র তহবিল উৎস ও বর্তমান অবস্থা -জুন, ২০২৪ইং

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ২০১০ইং সাল থেকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী মোট ৩টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিকেএসএফ'র কাছ থেকে জাগরণ খাতে ৫০,০০০,০০০/- টাকা, অগ্রসর খাতে ৩০,০০০,০০০/- টাকা, বুনিয়াদ খাতে ১,৫০০,০০০/- টাকা, সুফলন খাতে ১০,০০০,০০০/- টাকা, অর্থবছরে সর্বমোট ৯১,৫০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হতে এ যাবৎ মোট ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে ৪৫৮,০০০,০০০/-টাকা এবং পরিশোধ করা হয়েছে ৩২০,৫৬৬,৬৭৪/- টাকা এবং পিকেএসএফ'র বর্তমান স্থিতি ১৩৭,৪৩৩,৩২৬/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে চলতি অর্থবছরে কোন টাকা গ্রহণ করা হয় নাই। এযাবৎ ১০,০০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয় এবং এযাবৎ পরিশোধ করা হয় ৮,৯২৮,৫৭৩/-টাকা, বিএনএফ এর পাওনা ১,০৭১,৪২৭/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ফান্ড হতে ২০০টি বাড়ী নির্মাণের জন্য ২.৬০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়, এর মধ্যে ৫০টি বাড়ী নির্মাণের জন্য ৬,৫০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয় এবং এযাবৎ পরিশোধ করা হয় ১,৩০০,০০০/-টাকা, বর্তমানে স্থিতি ৫,২০০,০০০ টাকা।

অর্থবছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্মএলাকার ৩ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৬,০০০/- টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম হতে সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয় ৬০,৭১৮/- টাকা।

জুন, ২০২৪ শেষে ৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে ৩টি জেলা, ১২টি উপজেলা, ৭০টি ইউনিয়ন, ৩৬৪টি গ্রাম, ৩টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসে ৯৫৪টি সমিতি, ১৭,৫০৮ জন সদস্য, ১৪,৬৪৯ জন ঋণী সদস্য নিয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২৩-২০২৪ শেষে সংস্থার সর্বমোট ঋণস্থিতি (আসল) = ৪০,৪৯,০৬,২৩৮/- টাকা ও সঞ্চয় স্থিতি সর্বমোট ১২,১৬,০০,২১৭/- টাকা এবং আদায়ের হার ৯৭.৮৫%।

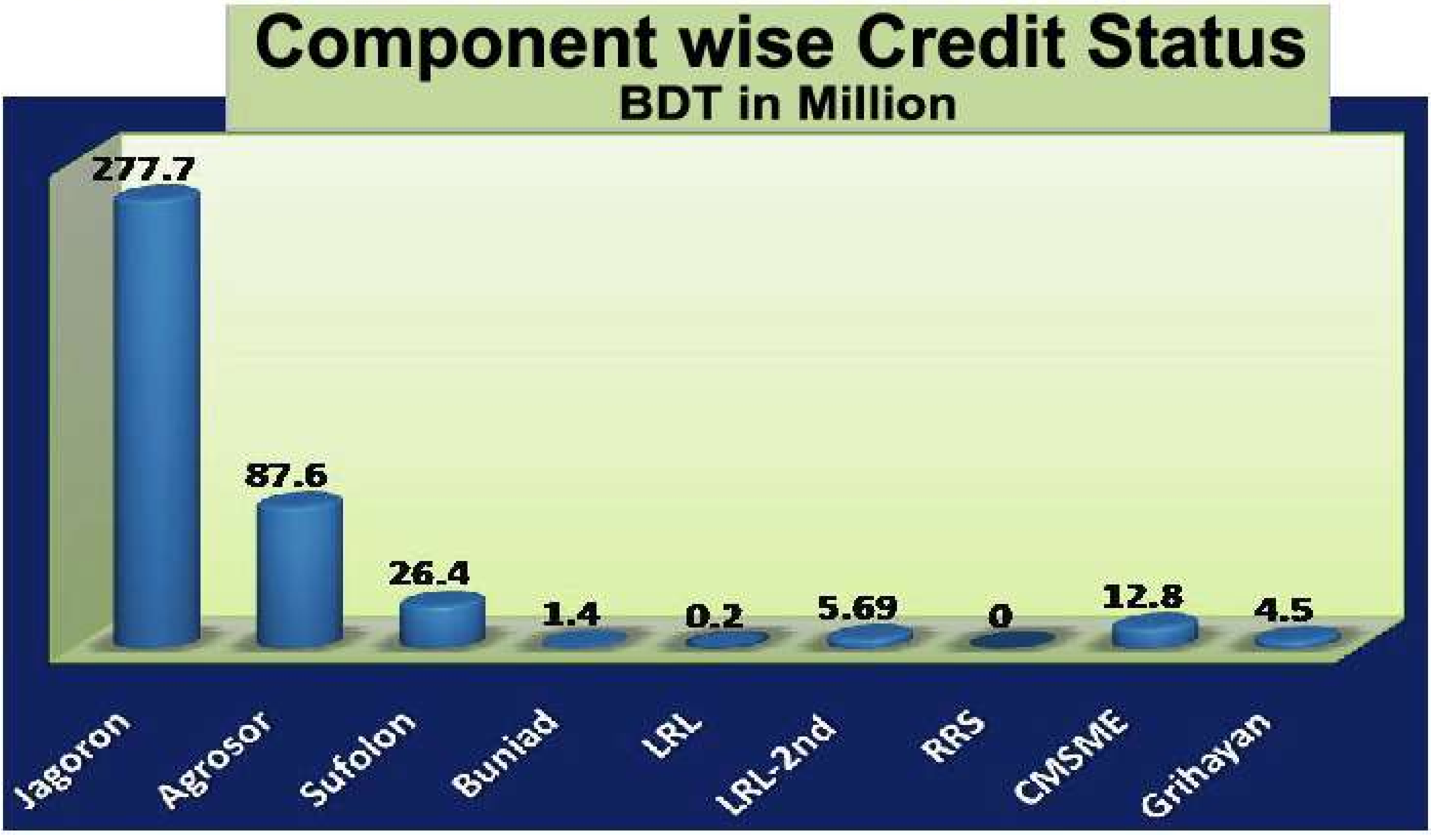

জাগরণ ঋণ কার্যক্রম

সিটিডাব্লিউ মাঝারি ধরনের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে জাগরণ প্রডাক্টের ঋণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। জাগরণ প্রডাক্টটিতে শস্য চাষাবাদ, লাইভষ্টক পালন এবং নানা ধরনের ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংস্থার বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্ম এলাকার মাঝারি দরিদ্র্য পরিবারগুলোকে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমে সংগঠিত করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ পরিচালনা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্যতা বিমোচন এই কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। ঋণ কার্যক্রমের অন্যতম খাত হলো জাগরণ ঋণ কার্যক্রম। সকল প্রকার সদস্যকে এই ঋণ প্রদান করা হয়। বছরব্যাপী কর্ম এলাকার বৃহৎ, মাঝারী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল বা শস্যচাষ, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবসায় এই ঋণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই ঋণ সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১বছর মেয়াদে ৪৬ কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ নেয়া হয়। ১০% থেকে ১৫% জামানতের ভিত্তিতে প্রথম দফায় এই ঋণ ১০,০০০/- টাকা থেকে ৭০,০০০/- টাকা পর্যন্ত প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছর শেষে মাঠ পর্যায়ে জাগরণ ঋণের স্থিতি প্রায় ২৭.৭৭ কোটি টাকা।।

সুফলন ঋণ

ঋণ কার্যক্রম সুফলন ঋণ হলো মৌসুমভিত্তিক মেয়াদি কৃষি ঋণ। কৃষিকাজে সম্পৃক্ত সদস্যগণের জন্য এটি একটি বর্ধিত ঋণ। মূল ঋণের পাশাপাশি বুনিয়াদ, জাগরণ এবং অগ্রসর সদস্যকে সহায়ক/সাপোর্টিং ঋণ হিসাবে দেয়া হয়ে থাকে। সদস্যগণ প্রতিটি কৃষি মৌসুমের পূর্বে এই ঋণ গ্রহণ করে। গৃহীত ঋণ তারা বিভিন্ন শাকসবজি ও শস্য চাষে ব্যয় করে। মৌসুম শেষে অথবা ফসল তোলার পর এককালীন সমুদয় টাকা পরিশোধ করে। ঋণের মেয়াদ সচরাচর তিন থেকে ছয় মাস। পরিমাণ ১০ হাজার হতে ৫০ হাজার টাকা। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এর পরিমাণ বৃদ্ধি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কৃষকের সক্ষমতা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বছরব্যাপী কর্ম এলাকার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল বা শস্যচাষ, ফল-মূল, ফুল, শাক-সজি, মসলা উৎপাদনে সুফলন ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া গরু মোটাতাজাকরণ, গাভী পালন, ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবসায় এই ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে।

এ পর্যন্ত সদস্যদের মাঝে সুফলন ঋণ বাবদ ৫১.৮ কোটি টাকা সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয় এবং বর্তমানে এই খাতে ২০২৪ জুন পর্যন্ত ঋণস্থিতি প্রায় ৮.৭৬ কোটি টাকা।

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) অতি দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে টার্গেট গ্রুপের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অতি দরিদ্রদের জন্য বুনিয়াদ প্রডাক্টের ঋণ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। বুনিয়াদ প্রডাক্টটি অতিদরিদ্রদের জন্য সহজীকরণ ঋণ কর্মসূচী। সংস্থার বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কর্ম এলাকার অতিদরিদ্র পরিবারগুলোকে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমে সংগঠিত করে আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ পরিচালনা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা বিমোচন এই কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। সমাজের পিছিয়ে পড়া এই শ্রেণীর মানুষদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ সম্পাদন করে স্বাবলম্বিতা অর্জন করবে তাই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অতিদরিদ্র বুনিয়াদ প্রডাক্টে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ হলো ০৪.৬৭ মিলিয়ন টাকা।

CMSME ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র ঋণ কার্যক্রমে 'কোভিড-১৯' এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' প্রদত্ত প্রণোদনা তহবিল হতে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ১.০০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম-এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সিএমএসএমই নামক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার যুব/ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে।

এলআরএল ও এলআরএল ফেজ-২ ঋণ কার্যক্রম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র ঋণ কার্যক্রমে 'কোভিড-১৯' এর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' প্রদত্ত প্রণোদনা তহবিল হতে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃক ১.৭৫ কোটি প্রাপ্ত হওয়ায় কর্ম-এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এলআরএল ও এলআরএল ফেজ-২ নামক বিশেষায়িত ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে করে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার যুব/ প্রশিক্ষিত তরুণ যুব এবং বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটেছে। উক্ত ঋণের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এই খাতে কোন টাকা বিতরণ করা হয় নাই। জুন ২০২৪ শেষে মাঠ পর্যায়ে এই খাতে মোট ঋণস্থিতির পরিমাণ ০.৫৯ কোটি টাকা।

গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রম

দেশের দরিদ্র, অসহায় বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নদী ভাঙ্গনের শিকার, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী বাসযোগ্য গৃহের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যূনতম চাহিদানুযায়ী একটি গৃহ নির্মাণের জন্য এককালীন প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা অত্যান্ত কষ্টসাধ্য। এ প্রেক্ষিতে দারিদ্রপীড়িত গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান নির্মাণের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার একটি কল্যাণমূখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এরই প্রেক্ষিতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্মএলাকার গৃহহীণ মানুষকে উক্ত ঋণের সুবিধা প্রদান করে আসছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উক্ত ঋণের আওতায় ৫০টি গৃহহীন পরিবারের মাঝে মোট ০.৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

মাইক্রোফিন্যান্সে অগ্রসর/এসএমই ঋণ

অগ্রসর/এসএমই ঋণ একটি সম্ভাবনাময় খাত। ক্ষুদ্র ঋণের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাই হয়ে থাকেন অগ্রসর/এসএমই ঋণের সদস্য। দুই ধরনের উদ্যোক্তা অগ্রসর/এসএমই পর্যায়ের সদস্য হয়ে থাকেন। একজন হলেন- দীর্ঘদিন উদ্যোক্তা হিসাবে তার কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছেন। তার উদ্যোগটির লাভজনক ভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পাশাপাশি কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এরূপ উদ্যোক্তা। আর একজন হলেন- দীর্ঘদিন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সফলতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। উদ্যোগের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ক্ষুদ্র থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে মাঝারী উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হয়েছেন। এর পর মাঝারি উদ্যোক্তা হিসাবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে এসএমই পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণের সফল আপগ্রেড-গ্রাজুয়েট সদস্যই হলো অগ্রসর/ এসএমই/ মাইক্রোএন্টার প্রাইজ ঋণের সদস্য। সর্বোপরি ক্ষুদ্রঋণের সদস্য হয়ে কর্মকান্ড পরিচালনার কয়েক বছরের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসার প্রবৃদ্ধি, আর্থিক সক্ষমতা অর্জনকারী হিসাবে ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা পরিণত হন এসএমই-এন্টারপ্রাইজ-অগ্রসর উদ্যোক্তায়। প্রতিষ্ঠানের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মূল শক্তিই হয়ে থাকে এসএমই খাত। এসএমই প্রডাক্টের পোর্টফোলিওর পরিমাণ সংস্থার মোট পোর্টফোলিওর অর্ধেক হলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সন্তোজনক বলে ধরা হয়ে থাকে।

সংস্থার কর্ম এলাকায় দীর্ঘদিন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অত্র অঞ্চল কৃষি নির্ভর হওয়ায় উৎপাদনমূখী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষুদ্র/মাঝারি উদ্যোগ তেমন বিকশিত হয়নি। উৎপাদনমূখী উদ্যোগের মধ্যেফসল/শস্য, লাইভষ্টক এবং মৎস্য খাত বাস্তবায়নকারী বেশী দেখা যায়। ঝুঁকি কম এবং পরিচালনা সহজ হওয়ায় সেবা ও ব্যবসা অত্র অঞ্চলের বেশিরভাগ উদ্যোক্তার প্রথম পছন্দ। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) তার মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকার উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করে উৎপাদনমূখী/ সেবামূলক কৃষি ও অকৃষি বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য এসএমই বা অগ্রসর প্রকল্পে ঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। এজন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কর্মী উদ্যোক্তাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে সহায়তার কাজ করে চলেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এসএমই-অগ্রসর প্রডাক্টে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ হলো ১৩৯ মিলিয়ন টাকা। আর এই খাতে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এর পরিমাণ ৯৩১ মিলিয়ন টাকা।

সিটিডাব্লিউ এর সঞ্চয় কার্যক্রমের উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো-

* নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়
* মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (এলটিডিএস)

নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়

সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় করে থাকেন। ঋণী সদস্যদের অবশ্যই ঋণ গ্রহনের পূর্বে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করা বাধ্যতামূলক। ঋণী ছাড়া সঞ্চয়ী সদস্যগণকেও নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার বুনিয়াদ, জাগরণ এবং অগ্রসর কম্পোনেন্টে =১০০/- থেকে ৫০০/- টাকা। মাসিক কিস্তি প্রদানের সাথে অবশ্যই মাসিকভাবে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মাসিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার অগ্রসর কম্পোনেন্টে = ৫০০/- টাকা। যা সদস্যওয়ারী আদায় করে ব্যক্তিগত পাশবইয়ে পোষ্টিং দেয়া হয়। প্রতিদিন সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় যথা নিয়মে ব্যাংকে জমা করা হয়। প্রতি বছর জুন মাসের শেষে এমআরএ'র বিধিমালা অনুযায়ী জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর সর্বোচ্চ ৬% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, যা যথানিয়মে সদস্যদের পাশ বইয়ে তুলে দেয়া হয়। কোন সদস্য প্রয়োজন হলে নিয়মানুযায়ী তার সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয়-(এলটিডিএস)

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। তাইতো সদস্যদের নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যদের ভবিষ্যত জীবনে উন্নয়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে অত্র সংস্থা এলটিডিএস বা মেয়াদী সঞ্চয় সংগ্রহ করে। সঞ্চয়ী এবং ঋণ গ্রহনকারী উভয় সদস্যদের জন্য মাসিক ১০০/- টাকা থেকে ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মেয়াদী সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা রয়েছে। সদস্যদের সামর্থ অনুযায়ী এটি যে কোন সময়ে, যে কোন পরিমান টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদে জমা করা যায়। সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে ১০ বছর মেয়াদী এই সঞ্চয় জমা করা হয়ে থাকে। জমাকৃত সঞ্চয়ে নির্ধারিত হারে মেয়াদ শেষে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকা উত্তোলন করা যাবে। জুন/২৪ইং পর্যন্ত মেয়াদী আমানতকারী সদস্য সংখ্যা ৮০৭৬ জন এবং বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৫.৬০ মিলিয়ন টাকা।

সঞ্চয় কার্যক্রমটি সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে মূলতঃ টার্গেট গ্রুপ সদস্যদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে উদ্বুদ্ধকরনের মাধ্যমে। তা হলো-

- সদস্যদের সঞ্চয় তহবিলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান।
- প্রতিযোগিতামূলক রেটে যথাযথভাবে বছর শেষে সঞ্চয়ের লভ্যাংশ প্রদান।
- স্বল্প পরিমানে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং এককালীন সঞ্চয় জমার সুযোগ প্রদান।
- যে কোন সময় চাহিদানুযায়ী সঞ্চয় উত্তোলনে সুযোগ দেয়া।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা।
- সদস্যর উপস্থিতিতে সঞ্চয় আদায়।
- নিয়মিত নির্ধারিত হারে/পরিমানে সঞ্চয় আদায়।
- সঞ্চয় হিসাবের নিয়মকানুন এবং লাভের/সুদের পরিমাণ ভালভাবে বুঝিয়ে দেয়া।

ভবিষ্যত জীবনে সঞ্চয়ের গুরুত্ব

The Importance of Savings in Future Life

মানুষের জীবনে সঞ্চের গুরুত্ব অপরিসীম। সঞ্চয় ছাড়া কোন মানুষ তার ভবিষ্যত জীবনের লক্ষ্য সু-স্থির করতে পারে না। সঞ্চয় হচ্ছে আয়েরই একটি অংশ যা মানুষ তার প্রয়োজন মেটানোর পর ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখে। সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষের জন্য সঞ্চয়ের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। দরিদ্র মানুষ পুঁজি বা সঞ্চয় না থাকায় সে নিজেকে ভাবে দুর্বল। সবসময় হীনমন্যতায় থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ হয়। নানাবিধ মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিনযাপন করতে হয়। সমাজে হতে হয় হেয় প্রতিপন্ন। পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলি মেটাতে হিমসিম খেতে হয়। তাই পুঁজি তথা সঞ্চয় বর্তমানে প্রতিযোগিতার বাজারে দরিদ্র মানুষদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং দেশের সম্ভাবনাময় খাত। দেশের তথা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সঞ্চয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বলে ধরা হয়। অধিক সঞ্চয় জমা করায় দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের মৌলিক চাহিদাগুলি দ্রুতই মেটাতে সক্ষমতা অর্জন করে থাকে। সঞ্চয় একটি পরিবারকে তার কমিউনিটিতে মর্যাদার আসনে বসাতে সহায়ক হয়। এটি একটি ফোর্স হিসাবে কাজ করে আর এটির ফলে তার পরিবারটির সঞ্চয়ী অভ্যাস গড়ে উঠে এবং তা ব্যক্তি তথা পরিবারের দারিদ্রতা বিমোচনে সহায়তা করে। সঞ্চয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ও বিবাহ ব্যয় মেটাতে সহায়তা করে। দাদন ব্যবসায়ী/ মহাজনের শোষণ থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করে। জমাকৃত সঞ্চয় পরিবারের অসুস্থতাজনিত এবং আকস্মাৎ দুর্ঘটনাজনিত ব্যয় মেটায়। দূর্যোগ মোকাবেলার সাহস বাড়ায়। বৃদ্ধকালীন সময়ের আর্থিক ব্যয় মেটায়। জমানো সঞ্চয়ে সামাজিক ও জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় আর পরিবারের ঝুঁকি কমিয়ে অনেকটা দুঃশ্চিন্তা মুক্ত করতে সহায়তা করে। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে পুঁজি গঠনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি তথা নতুন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টিতে সঞ্চয় প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। সংস্থায় জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর সুদ/লাভ সঞ্চয়ের পরিমাণকে আরো বাড়িয়ে দেয়। জমানো সঞ্চয় পারিবারের সদস্যর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীকে তাৎক্ষণিক সংকট নিরসনে সহায়তা করে। এছাড়া ঋণ প্রাপ্তির জামানত হিসাবে প্রত্যাশিত পরিমাণ ঋণ পেতে সাহায্য করে। পুঁজি সৃষ্টি, উৎপাদন বিনিয়োগে, আয়ের বহুমুখীকরণ এবং আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তুলতে সঞ্চয়ের ভূমিকা অপরিসীম। ব্যক্তিগত সঞ্চয়, জাতীয় সঞ্চয় গঠনে সহায়তা প্রদান করে। সম্পদ ক্রয় এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দরিদ্র মানুষকে আর্থিকভাবে ক্ষমতাবান করে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। প্রতিষ্ঠানে সদস্যদের জমাকৃত সঞ্চয় সংস্থার দেনা হলেও অধিক কার্যকরীভাবে ঘূর্ণায়মান তহবিল (Revolving Fund) হিসাবে সহায়তা করছে। এর পাশাপাশি ঋণ কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে সংস্থার Sustainability ক্রমান্বয়ে বাড়তে ভূমিকা রাখছে এবং বিতরণকৃত ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানের Cost of Fund কমাতে সহায়তা করে। ৩০ জুন, ২০২৪ইং অর্থবছর শেষে সংস্থায় মোট সঞ্চয় স্থিতির পরিমান দাঁড়িয়েছে ১,২১৬,০০,০০০/- (কথায়: বার কোটি ষোল লক্ষ) টাকা।

নারীর ক্ষমতায়নে মাইক্রোফিন্যান্স

উন্নয়ন অর্থনীতি অনুসারে ক্ষমতায়ন হলো নারীদের কৌশলগত জীবনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। যা তারা আগে তাদের লিঙ্গের কারণে করতে পারেনি। পৃথক পছন্দ অনুশীলন করার ক্ষমতা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে যেমন- সম্পদ, সংস্থা এবং কৃতিত্ব/অর্জন ইত্যাদি। 'সম্পদ' শব্দটি শারীরিক, মানবিক ও সামাজিক সম্পদের প্রত্যাশা এবং বরাদ্দকে বোঝায়। নারীর অর্জনগুলো নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ক্ষুদ্রঋণ সেবা নারী ও তাদের পরিবারকে ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যক্তিগত, যুক্তিবাদী এবং সামাজিক রূপ নিতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক ভাল এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের হারও অনেক বেশি। নারীদের গতিশীলতা, কেনাকাটা করার ক্ষমতা এবং গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত আইনী ও প্রশাসনিক সচেতনতা এবং জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, সবই বেগবান হয় যখন নারীরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে। মহিলারা ক্রেডিট প্রোগ্রামে অংশ নেন তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন এবং পারিবারিক এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়। ক্ষুদ্রঋণ নিম্ন আয়ের পরিবারের মহিলাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিশ্বের দরিদ্রদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বিশ্বজুড়ে দেশ, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য কর্মশক্তিতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নারীরা গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়া যায়। যা পরিমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। দরিদ্রতম মানুষের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সবচেয়ে দর্শনীয় দারিদ্র্য কমানোর হাতিয়ার। এছাড়াও ক্ষুদ্রঋণ রাজস্ব উৎপন্ন, খাদ্য সরবরাহ সংরক্ষণ, মানব পুঁজির উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার। দরিদ্রদের জন্য একটি ঋণ সুবিধা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য একটি মূল্যবান উপায় হতে পারে। মহিলা ঋণগ্রহীতাদের পুরুষদের তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীর ভাল গ্রাহক বলে বিশ্বাস করা হয়। কারণ, ক্ষুদ্রঋণে মহিলাদের এ্যাক্সেসের আরও গ্রহণযোগ্য উন্নতির প্রভাব রয়েছে। মহিলারা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় মৌলিক চাহিদার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারী ঋণ প্রত্যাখান করেছেন বা ঋণের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বেড়েছে। তদুপরি আর্থিকভাবে সুস্থ থাকা বঞ্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিধিনিষেধ কমিয়ে বা হ্রাস করে গ্রামীণ অর্থায়ন একজন নারী উদ্যোক্তার কার্যকারিতাকে সহায়তা করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নতি ও বিকাশে সহায়তা করার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বৃদ্ধির পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি। উচ্চমানব উন্নয়নের দেশগুলোতে এই ব্যবধানটি ছোট, যা ৩ শতাংশের সমান। গবেষণা অনুযায়ী, ক্ষুদ্রঋণ সেবায় অংশগ্রহণকারী নারীদের জীবনে একটি অনুকূল প্রভাব পড়ে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণের কারণে গ্রাহকদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা হিসেবে দেখা হয়। ক্ষুদ্রঋণে অংশগ্রহণকারী নারীরা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছে। দরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারগুলো তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো আরও ভালভাবে পূরণ করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে। কারণ, বাস্তবায়নকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে অংশগ্রহণকারী নারীদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ দরিদ্র নারীদের সম্পদে প্রবেশাধিকার উন্নত করে। যাতে তারা মালিক হতে পারে এবং তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারে।

কৃষিতে মাইক্রোফিন্যান্স

Sector Wise Loan Disbursement

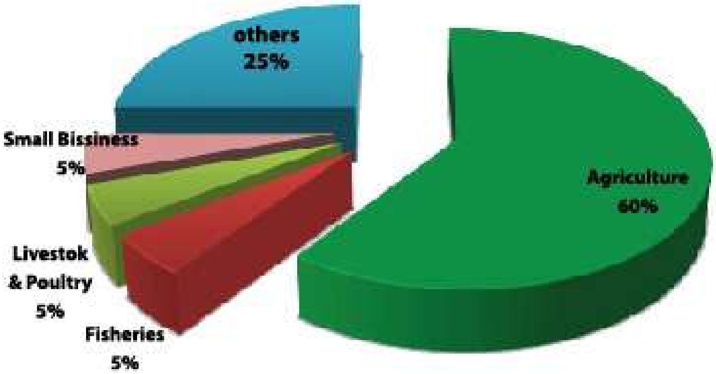

কাম টু ওয়ার্ক এর মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম এর অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে কৃষি নির্ভর। এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কাজই হলো কৃষি। কৃষিকে কেন্দ্র করেই সারাবছর চলে কর্ম এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। শস্য ভান্ডার হিসাবে খ্যাত উত্তারাঞ্চলের দিনাজপুর ও রংপুর এর গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তিই কৃষি সম্পর্কিত। কৃষিকে ঘিরেই এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকা চলমান। মানব সভ্যতার উন্নয়ন কৃষি কর্মকাণ্ডের হাত ধরেই সূচিত হয়। এই খাতটি আবহমান কাল থেকে খাদ্য-পুষ্টি ও বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে। অর্থনীতির মৌলিক এই খাতের ওপর দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। কৃষি সেক্টরের মধ্যে বৃহৎ সেক্টর হলো ফসল বা শস্য চাষ। বছরব্যাপী মৌসুম ভিত্তিক নানা অর্থকরী ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপনন এর কাজ করে কর্ম এলাকার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বৃহত্তর পরিসরে এখনো দেশে কৃষিই সর্বাধিক কর্মসংস্থানের উৎস। কার্যকর রাজস্ব আয় কৃষি সেক্টর থেকেই যোগান আসে। কৃষিতে বছরব্যাপী আরও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ার প্রেক্ষিতে এই সেক্টরে কর্মরত বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে স্থানান্তর হয়ে থাকে আর এটি কৃষির উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একথা স্বীকার্য যে, একই ধরনের প্রাকৃতিক এবং চলমান পদ্ধতি অনুসরণের ফলে কৃষিতে কাংঙ্খিত পর্যায়ের ফলাফল আসছে না। সমন্বিত ও ব্যাপকভাবে সকল স্তরে কৃষি প্রযুক্তি গ্রহন এবং কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে আবিস্কৃত নতুন ধরনের বীজ, চারা এবং শষ্যের চাষ বাড়ালে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য চলে আসবে। তবে দেশে শুধু বাম্পার ফলন বা উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশা করেন না। এদেশে যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন কৃষি পণ্যের মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় যা দরিদ্র কৃষকদের হাঁসি কান্নাতে রূপ নেয়। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেলে কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগ তথা অধিক উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

এজন্য দরিদ্র ও মাঝারি যুবক শ্রেণীর কৃষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার খুবই প্রয়োজন। সরকারী পর্যায়ে প্রতিটি ফসলের জন্য এলাকাভিত্তিক সেরা উৎপদককে পুরস্কৃত করা এবং অধিক উৎপাদন কারীর নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে শস্য ক্রয় অব্যাহত রাখা। এছাড়া উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করনে গরীব কৃষকদের ভ্যালু-চেইন পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারী সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া সার, সেচ, কীটনাশক এবং বীজ ক্রয়ে সরকারী ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু রাখা। ফসলের বহুমূখীকরণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং সকল পর্যায়ের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা। কার্যকরীভাবে গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টারগুলির বা হাব-ভিত্তিক ক্রয় কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। এছাড়া কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপনন কাজে জড়িত কৃষকদের পুঁজি সংকট মেটাতে দরকার সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান। একথা স্বীকার্য যে, একই ধরনের প্রাকৃতিক এবং চলমান পদ্ধতি অনুসরনের ফলে কৃষিতে কাংঙ্খিত পর্যায়ের ফলাফল আসছে না। সমন্বিত ও ব্যাপকভাবে সকল স্তরে কৃষি প্রযুক্তি গ্রহন এবং কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে আবিস্কৃত নতুন ধরনের বীজ, চারা এবং শষ্যের চাষ বাড়ালে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য চলে আসবে। তবে দেশে শুধু বাম্পার ফলন বা উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশা করেন না। এদেশে যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন কৃষি পণ্যের মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় যা দরিদ্র কৃষকদের হাঁসি কান্নাতে রূপ নেয়। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেলে কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগ তথা অধিক উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এজন্য দরিদ্র ও মাঝারি যুবক শ্রেণীর কৃষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার খুবই প্রয়োজন। সরকারী পর্যায়ে প্রতিটি ফসলের জন্য এলাকাভিত্তিক সেরা উৎপদককে পুরস্কৃত করা এবং অধিক উৎপাদনকারীর নিকট থেকে ন্যায্য মূল্যে শস্য ক্রয় অব্যাহত রাখা।

মৎস্য সেক্টর

বিশ্ব খাদ্য-ভাণ্ডারে মৎস্য অন্যতম অনুষঙ্গ। মানবজাতির বিশুদ্ধ আমিষের উৎস। উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে মৎস্য কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিমেয়। অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃজন, পুষ্টি পরিতোষণে মৎস্যচাষ কার্যক্রম অন্যতম মৌলিক খাত। আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত। এই খাতে সম্পদ ও সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু কারিগরি জ্ঞান ও মূলধনের রয়েছে অপ্রতুলতা। বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সংস্থা শুরু থেকে উদ্ভাবনী ও কল্যাণবর্ধন চেতনায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলদেশের এটি একটি বিশাল অর্জন। মৎস্য সেক্টরে মৎস্য চাষ, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপননে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবছর এই খাত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় সহ দেশজ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ মৎস্য চাষে জড়িত থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টর বিপুল অবদান রাখছে। মৎস্য চাষে জড়িত দরিদ্র, মাঝারি উৎপাদকের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরাট অংশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মিটছে।

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় দলীয় সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী মৎস্য খাতে ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে। সদস্যগণ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে মাছচাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে। পুকুরে কার্প, মলা ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের মিশ্রচাষ, কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ, উন্নত ব্যবস্থাপনায় দেশি শিং, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদা, গুলশা ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, কৈমাছের চাষ, মাছের মিশ্রচাষ, সর্বক্ষেত্রেই বছরব্যাপী শাকসবজির চাষ উত্তোরত্তোর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মসূচির কর্মকাণ্ড অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে চলছে।

চাষিগণ সংস্থার ঋণ পরিষেবা গ্রহণ করে মৎস্যক্ষেত্রে উপযোগ ও আয়বর্ধন করে চলছে। তারা বিদ্যমান সম্পদ ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

কাম টু ওয়ার্ক এর কর্ম এলাকার মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের আওতায় এলাকার দরিদ্র এবং মাঝারি মৎস্যচাষী সংগঠিত করে মৎস্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী মৎস্য চাষ, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপননে ঋণ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উন্নয়ন ও আয়বর্ধনে সংস্থা মৎস্যচাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এজন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কর্মী পর্যায়ে মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিয়ে এই সেক্টরে ঋণ প্রদান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে।

লাইভস্টক এবং পোল্ট্রি সেক্টর

ডিম- দুধ -মাংস, প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এগুলির একটিও না থাকলে একজন মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। ধনী-দরিদ্র তথা সকল পর্যায়ের মানুষের খাদ্য তালিকায় অপরিহার্য অংশ হিসেবে এগুলিস্বীকৃত। গাভী পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল-ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী, কবুতর পালন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কাজ। এই সেক্টরে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবছর এই খাতে থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় সহ দেশজ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবার এই সেক্টরে জড়িত থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে লাইভস্টক সেক্টর বিশাল অবদান রাখছে। লাইভস্টক কাজে জড়িত দরিদ্র, মাঝারি এবং বৃহৎ উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সকল পর্যায়ের মানুষের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা মিটছে। এই খাতের বিপুল সম্ভাবনা থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করতে এই সেক্টরের উন্নয়নে ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা দরকার।

গ্রামীণ পারিবারিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে গাভী পালন ও খামার গঠন কার্যক্রম, গরুমোটাতাজাকরণ প্রকল্পে পর্যাপ্ত পুঁজি সহায়তা, যথাযথ পরিচর্যা, প্রজনন ও চিকিৎসা সেবা সহায়তা, উন্নতমানের খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, উৎপাদিত দুধ, গরু বিপনন ব্যবস্থাদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হলে দরিদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণের লাভবান হওয়ার পাশাপাশি গরু ব্যবসায়ী, ইনপুট সরবরাহকারী খাদ্য ও ঔষধ বিক্রেতাসহ ভ্যালু-চেইনে অংশগ্রহনকারী বিপুল সংখ্যক ষ্টেকহোল্ডার লাভবান হবেন। এমনি ভাবে গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ ছাগল-ভেড়া পালন এবং মুরগী পালন ও খামার স্থাপনের মাধ্যমে এর উন্নয়ন করে দেশের অর্থনীতিতে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি. ভোগ বৃদ্ধি, পুষ্টি চাহিদা মিটিয়ে আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে স্বাবলম্বিতা অর্জন সহজ হবে। প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন খাতে সংস্থা সূচনাপর্ব হতে নানামুখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এখাতের সম্প্রসারণে সংস্থা সমগ্র কর্মএলাকায় সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ পরিষেবা প্রদান করে থাকে। এই কার্যক্রম তাদের কর্মসংস্থান সৃজন ও আয়বর্ধনে সার্বিক ভূমিকা প্রদর্শন করে চলছে।

সংস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য হলো সদস্য পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তিভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা। প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সদস্যদের আকৃষ্ট করা হলো এর প্রধান উদ্দেশ্য। সংস্থার বহুমুখী কার্যক্রম প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখে চলছে। অভীষ্ট জনসাধারণ এখাতে সামান্য শ্রম ও সম্পদ ব্যয় করে বাড়তি আয়ের পথ সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছেন। আয় বহুমুখীকরণ এবং পরিবারভিত্তিক আর্থিক উন্নয়নে এটি সহায়ক শক্তিরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আমিষের যোগান নির্বাহেও এই খাতটি গুরুত্ব বহন করছে।

গরু মোটাতাজাকরণ সুফলন ঋণের উপখাত। আমাদের দেশে ঈদুল আযহার পূর্বে গরুর চাহিদা সর্বদাই উর্ধমুখী। সংস্থা ঈদের পাঁচ-ছয় মাস পূর্বে এই ঋণ প্রদান করে। প্রাণিজ আমিষের উৎস, খাদ্য-পুষ্টির স্বয়ংসম্পূর্ণতা সবই প্রাণিসম্পদের মধ্যে বিদ্যমান। এটি গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম বড় খাত। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও জীবনমান বর্ধনে এর অবদান অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কারিগরি সেবা ও আর্থিক সহায়তা প্রাণিসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়ন অনায়াসে নিশ্চিত করতে পারে। সম্পদ-সক্ষমতার ব্যবহার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আর্থসামাজিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে। উন্নয়ন দর্শনের মৌলিক অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কাম টু ওয়ার্ক এর মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকার অতি দরিদ্র, মাঝারি দরিদ্র এবং স্বচ্ছল উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করে লাইভস্টক খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শের পাশাপাশি বছরব্যাপী গাভী পালন, গাভীর খামার উন্নয়ন, গরুমোটাতাজাকরণ, ছাগল-ভেড়া পালন, হাঁস-মুরগী, কবুতর ও পাখী পালন এবং খামার উন্নয়ন প্রকল্পে ঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। এজন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কর্মী পর্যায়ে লাইভস্টক কাজে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপননে ঋণ প্রদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সদস্য'র কল্যানে তহবিল
Members Welfare Fund (MWF) Services

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী পরিচালনায় সবসময়েই নানারকম বাধা-বিঘ্ন বা ঝুঁকি থেকে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হচ্ছে ঋণী বা অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই মৃত্যু ঋণীর পরিবারটিকে কঠিন ঝুঁকির মুখে ফেলে। ঋণীর মৃত্যুর ফলে পরিবারের আয় হটাৎ করে বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা কমে যায় পড়ে এক অনিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে। তাঁর ঋণ ও সঞ্চয় ঝুঁকির মধ্যে পড়ার ফলে সে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে। ঋণীর/ অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু শুধুমাত্র ঋণীর পরিবারকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও তহবিলের ক্ষতি হিসাবে তা বিরাট ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে কাম টু ওয়ার্ক এই অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সংস্থা ও ঋণী দুই পক্ষের সুবিধার জন্যই জীবনের নিরাপত্তামূলক বিনিয়োগ জাতীয় নিরাপত্তা ফান্ড গঠন করে। তহবিলের নাম দেয়া হয় "Members Welfare Fund (MWF)" বা "সদস্য কল্যান তহবিল"। ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত ঝুঁকিতে ঋণস্থিতি মওকুফের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই ফান্ডটি গঠিত।

MWF তহবিল কার্যক্রম সকলের যৌথ অবদানে দু-একজনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। এমনই একটি ব্যবস্থা তহবিল। ভবিষ্যতের অনাগত ঝুঁকি লাঘবে নিশ্চিত অবলম্বন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে প্রশান্তি বয়ে আনে, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী হয়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রবর্তিত MWF তহবিল কার্যক্রম দলীয় সদস্যগণের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি নিরসন করে, জনকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয়। ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এই কার্যক্রমের সুবিধাভোগী।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সকল ঋণী সদস্য MWF এর আওতাভুক্ত হয়ে সুবিধাসমূহ পেয়ে আসছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে MWF সাফল্যের সাথে প্রোগ্রামের ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত সমস্যাগুলির সমাধান করে আসছে। MWF এর আওতাভুক্ত হতে ঋণ বিতরনের পূর্বেপ্রতি ঋণীর হাজারে ১% হারে প্রিমিয়াম জমা করা হয়। MWF মেয়াদ ঋণ পরিশোধের সময়কাল ১ বছর কিংবা ৪৬ কিস্তি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঋণ পরিশোধের পর MWF মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কোন ঋণী/ অভিভাবকের মৃত্যু হলে MWF তহবিল হতে তাৎক্ষণিক মৃত ব্যক্তির দাফন- কাফনের জন্য = ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পরিবারের সদস্যদের হাতে প্রদান করা হয় এবং মৃত্যুর দিন হতে ঋণীর/অভিভাবকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণীর মৃত্যু ছাড়াও ঋণের বিনিয়োগকৃত প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা নষ্ট হলে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ওডি বকেয়াকারীর বকেয়া টাকা ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে পরিশোধ করা হয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জটিল কোন রোগে কর্মক্ষম হয়ে যাওয়া, আকস্মিক দুর্ঘটনার স্বীকার সদস্য বা সদস্যর স্বামী ও ঋণ পরিশোধে সামর্থহীন বকেয়াকারীর বকেয়া টাকাও ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে MWF তহবিলে ৬.৭ মিলিয়ন টাকা জমা করা হয়েছে এবং তহবিল হতে ৩.১ মিলিয়ন টাকা ক্ষতিগ্রস্থ ঋণী পরিবারে সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে MWF তহবিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৫.৬ মিলিয়ন টাকা।

সিটিএল-গ্রন্থাগার

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব উদ্যোগে ২০০৮ইং সালে এলাকার জনগণের বিনোদন ও জ্ঞানের ভান্ডার প্রসারিত করার জন্য সিটিএল গ্রন্থাগার স্থাপন করে। এই গ্রন্থাগার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তালিকা ভুক্ত হয়েছে। তালিকা ভুক্তি নম্বর জাগ্রকে/০৩৩৫ তারিখ ০১/১০/২০১৯ইং। এখানে দৈনিক পত্রিকা সহ বিভিন্ন ধরনের বই আছে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, মধ্য বয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিসহ সকল পেশার মানুষ এখানে বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে। সবাই তাদের চাহিদা মত নিয়মিত বই ও পত্রিকা পড়েন এবং অনেক সময় বই পড়ার জন্য রেজিষ্টার লিখে বাড়িতেও নিয়ে যায়। গ্রন্থাগারে ছোটদের ছড়া, কবিতা, গল্প, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, ভ্রমন, বিজ্ঞান বিষয়ক, এনজিও বিষয়ক, সব্জি চাষ, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক এবং ভেষজ ও ঔষধী বিষয়ক সর্বমোট প্রায় ৬৫০টি বই আছে। এই সকল বই জাতীয় গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সিটিএল গ্রন্থাগার এ পর্যন্ত সরকারী (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) অনুদান হিসাবে ১৪৩,১০৯/-(এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত নয়) টাকা গ্রহণ করেছে। সিটিএল গ্রন্থাগার (২০২০-২০২১) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে ২৫,০০০/- টাকা অনুদান পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে ২২,৫০০/- টাকা নগদ ও ২২,৫০০/- টাকা বই প্রাপ্ত হয়। যা লাইব্রেরীর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে প্রায় সব বয়সের পাঠকগণ বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে।

অটোমেশন কার্যক্রম

অটোমেশন কার্যক্রম সংস্থার শ্রম ও সময় হ্রাসে সহায়ক। তাৎক্ষণিক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে সংস্থার প্রতিটি শাখা, এরিয়া এবং প্রধান কার্যালয়ে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল-স্তরে কার্যক্রমটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কার্যক্রমের স্বীকৃতি-স্বরূপ সংস্থার হিসাব ও ব্যবস্থাপকীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য-প্রদান, মনিটরিং ও সুপারভিশন, কর্মী পরিচালনা, দ্রুত সেবা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সহজতর করেছে। ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক শক্তি। সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যবহার আমূল সুবিধা বয়ে আনছে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সর্বদাই তথ্য সংরক্ষণ ও আদান প্রদানে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে চলছে। বর্তমানে সংস্থায় হিসাব-নিকাশ (AIS: Accounting Information System) ও ব্যবস্থাপকীয় (MIS: Management Information System) তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে গ্রামীণ কনিউকেশন এর জি-ব্যাংকার সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি মূলত অন-লাইনভিত্তিক সফ্‌টওয়্যার। দ্রুত সেবা প্রদান, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও যোগাযোগ সহজতর করণে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লউবি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র মাধ্যমে ভারনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডাব্লিউবি) কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ২০২৩-২০২৪ চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানের জন্য ০১ অক্টোবর, ২০২৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ইং তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট- ৪,৪৯৪জন উপকারভোগীদের নিয়ে দিনাজপুর জেলার বিরল ও বোঁচাগঞ্জ উপজেলায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। জীবন দক্ষতা ও আইজিএ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। হতদরিদ্র পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন ও পরিবারটিকে আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্তকরণের পাশাপাশি তাদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী হিসাবে অত্র সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি সদস্যর ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সঞ্চয় দিয়ে একটি মূলধন তৈরী করে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করার পাশাপাশি বিভিন্ন আইজিএ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। এইসব প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তারা সংসারের আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ছাগল বিতরণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

সেমিপাকা টয়লেট উদ্বোধন করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফতেমা খাতুন।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বিগত ২০০৭ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে আসছে। এর মধ্যে আদিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য থাকার ৬৪টি ঘর তৈরী (পিলার ও টীন যুক্ত) ২টি গণ শৌচাগার তৈরী ও সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এই প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্ম এলাকার দরিদ্র ২০ জন বেকার যুবককে ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ২০টি টুল্স বক্স প্রদান করা হয়। আয় বর্ধন প্রকল্প শেষে স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কর্ম এলাকার ৪টি বাজারে গণ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। যেখানে হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত রয়েছে। গত ২০০৭ হতে জুন, ২০২৪ইং পর্যন্ত অত্র সংস্থা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন সময় সাধারণ প্রোগ্রামে ২৩,৭৫,০০০/- টাকা ও বিশেষ প্রোগ্রামে ১০,০০,০০০/- টাকা সর্বমোট ৩৩,৭৫,০০০/- টাকা তেত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নে ছাগল পালন প্রকল্প বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় অত্র সংস্থা বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সর্বমোট ৩,০০,০০০/- টাকার অনুদান কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নিকট হতে গ্রহণ করে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালকের মাধ্যমে জন প্রতি ২টি করে মোট ৪০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। বর্তমানে ৯০% বাড়িতে ছাগল রয়েছে এবং উপকার ভোগীর নিজ বাড়িতে ছাগল পালন করে কিছু ছাগলের মালিক হয়েছেন। এ ছাড়াও তারা অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বিশেষ প্রোগ্রাম হিসেবে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণের জন্য অত্র সংস্থা ৫০০,০০০/- টাকা প্রাপ্তি হয়। বর্তমানে প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৫টি পরিবারকে একটি করে সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলমান আছে।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও পূনর্বাসন প্রকল্প

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯৭ সাল হতে নিজস্ব উদ্যোগে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার কর্ম এলাকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল দেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিবন্ধীদের সহায়তার মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের শত করা ১০ ভাগ মানুষ নানা ভাবে প্রতিবন্ধিতার শিকার। তাদের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে না আনা হলে শতভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পাশাপাশি বে-সরকারী সংস্থাও একাজে কম ভূমিকা রাখছে না। দাতা সংস্থা লিলিয়ান ফোন্ডস্ এর আর্থিক সহায়তা প্রোমোটিং রাইটস এন্ড ইনক্লুশন ফর চাইল্ড উইথ ডিজএ্যাবল (পিআরআইসিডি) প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২০০ জনকে পূর্ণবাসন সেবা প্রদান করছে। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক মিটিং, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, কারণ ও প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও সেমিনার চলমান রয়েছে। এছাড়াও প্রতিবন্ধী অভিভাবকদের প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ, রেফারেল লিংকেজ ও শিশুর যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সুনিশ্চত করনে মতবিনিময় সভা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে কোচিং ফি প্রদান ও ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী আইন বিষয়ক শেয়ারিং মিটিং নিয়মিতভাবে করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে কিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরা যায় এ বিষয়ে এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে লবিও মিটিং করা, আইজি প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা সহ, থেরাপী সেবা প্রদান ও শিশুদের লেখা পড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। সেই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও শিশুদের সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান পেতে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। সরকারী ভাবে সমাজ সেবা হতে মো. আব্দুল্লা আল আবিদ, মোছা. লতা আক্তার, মো. মারুফ হোসেন, মো. ফরহাদ বাবু'কে প্রতিবন্ধী ভাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দিবস উৎযাপনসহ প্রতিবন্ধী ও অভিভাবকদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সারা বিশ্বের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্যাপন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় "অভিগম্য আগামীর পথে" ২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস। কর্মসূচী পালন করা হয়। দাতা সংস্থা ডিআরআরএ লিলিয়ান ফন্ডস্'র অর্থায়নে ২০০৮ইং হতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) পার্বতীপুর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীদের (যেমন: শারিরীক, মানসিক, দৃষ্টি, বাক্, বুদ্ধি, শ্রবণ, দৃষ্টি, সেরিব্রাল পালসি, অটিজম, বহুমাত্রিক) ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী সহ প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা সেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। উক্ত প্রতিবন্ধী জরিপ করে সংস্থার জেনারেল রেজিষ্ট্রার ভুক্ত রয়েছে ৪৫০জন প্রতিবন্ধী। বর্তমানে উক্ত প্রজেক্ট'র আওতায় ২০০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের জীবন মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রকল্পটি পার্বতীপুর উপজেলার মন্মথপুর, মোমিনপুর, বেলাইচন্ডি, রামপুরা, চন্ডিপুর, মোস্তাফাপুর, পলাশবাড়ী ইউনিয়নে প্রতিটি গ্রামে জরিপকৃত প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম সেবা প্রাথমিক পূর্ণবাসন পিআরটি: প্রতিবন্ধী শিশুদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের দক্ষতাবৃদ্ধি, পরিবারে ও সমাজে গ্রহণযোগ্যতা ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত স্কুল মুখীকরে গড়ে তোলা আত্মনির্ভশীল হয়ে উঠার জন্য পরিবারের অভিভাবকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত ফিজিও থেরাপী সেবা প্রদান করা হয়। প্রতিবন্ধিতার ধরণ, কারণ, প্রতিরোধ, গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা বিষয়ে সমাজের মানুষের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত উঠান বৈঠক, কর্মশালা ও সেমিনার, মতবিনিময় সভা ও শিশুদের লেখা পড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। একাজে নিয়োজিত কর্মীদের পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতার পাশাপাশি সংস্থার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুশিল সমাজ, কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে কৃপণতা করছেন না। সমাজ চায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক।

ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) তহবিল

তহবিলের চেয়ারপার্সন এর সাথে কমিটির সদস্যদের মিটিং এর একাংশ।

জীবনের পড়ন্ত বিকেলে, শারীরিক কর্মক্ষম সময়ে নিজেকে স্বচ্ছল রাখতে সঞ্চয়ের বিকল্প নেই। যেহেতু বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে অবসর উপলক্ষ্যে পেনশন বা এককালীন কোন অর্থ পাওয়া যায় না, তাই শেষ জীবনের আর্থিক অভাব মোচনের লক্ষ্যে নিজেদের বেতনের ১০% অংশ ও সংস্থার দেওয়া ১০% অংশ সঞ্চয় করে রাখতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯০ সালে কর্মী কল্যাণ তগবিল গঠন করে যা বর্তমানে ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফান্ড) তহবিল নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। তহবিলটি পরিচালনার জন্য একটি পৃথক পলিসি রয়েছে, যার আওতায় প্রতি বছর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কর্মীদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন কমিটি গঠিত হয়। কর্মীদের মধ্য হতে ৬জন এবং পদাধিকার বলে চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মোট ৭ সদস্যের একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। কর্মীদের বিশেষ প্রয়োজনে এই তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। নতুন কর্মীর চাকরি স্থায়ী হলে এই তহবিলের সদস্য পদ লাভ করবেন। চাকুরির বয়স ১ বৎসর উত্তীর্ন হলে নিজস্ব সঞ্চয়ের ৫০% এবং ২ বৎসর উত্তীর্ণ হলে ৮০% টাকা ১২% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। বছর শেষে আয় ও ব্যয় নির্ণয় পূর্বক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সঞ্চয়ের উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব পরিচিতি ও ভাবমূর্তি ফুটিয়ে তোলা এবং কর্মীদের সংস্থা থেকে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে শূন্য হাতে না যেয়ে সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল গঠন করা হয়। দীর্ঘ দিন সংস্থায় কাজ করার ফলাফল হিসেবে প্রতিটি কর্মী চলে যাওয়ার সময় ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড)'র নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নিজস্ব সঞ্চয়/ তহবিল হাতে পেয়ে থাকে। বেসরকারী সংস্থায় চাকরিরত কর্মীগণের পেনশন ভাতা পাওয়ার সুযোগ নাই।

তাই সংস্থার কর্মরত কর্মীদের ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল গঠন করা হয়। কর্মীগণ এই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজ নিজ পারিবারিক সমস্যার সমাধান, আসবাবপত্র ও প্রসাধনী জিনিস পত্র ক্রয় করে থাকেন যেমন- শিক্ষা, চিকিৎসা, গাড়ী ক্রয়, জমি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, অলংকার ক্রয়, চাষাবাদ, জমি বন্ধক, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি। কর্মীগণ দীর্ঘ দিন সংস্থায় চাকরি করে চলে যাওয়ার সময় খালি হাতে না ফিরে কিছু হলেও একটা বড় অংকের টাকা নিয়ে যায়। যা দিয়ে অনেকে পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে সক্ষম হয়। উত্তর বঙ্গের অনেক সংস্থার মধ্যে এ ধরণের তহবিল পরিচালনায় তেমন কোন উদ্যোগ নাই। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৯০ সালে এ ধরণের মহৎ একটি ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল পরিচালনা করে আসছে। গত জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিলের মুলধন ছিল ১২৩,৭৭,৪৯৩/- টাকা মাত্র। জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ সালে মোট ১৩৭ জন কর্মীর নিকট হইতে সঞ্চয় হিসাবে ২৩,৬৭,৬৬৮/- টাকা মাত্র অত্র তহবিলে জমা করা হয় এবং মোট ৬২ জন কর্মী ভালো সুযোগ পেয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় তাদের সঞ্চয় মোট ২১,৩৭,৪১৮/- টাকা মাত্র ফেরৎ দেওয়া হয়। জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ সালের আয় ও ব্যয় হিসাব করে এ তহবিলের প্রতিটি সঞ্চয় জমাকৃত সদস্যের মোট সঞ্চয়ের উপর ৫.৯০% হারে মোট ৭০৮,৪৭৪/- টাকা লভ্যাংশ প্রদান করার পর বর্তমানে জুন, ২০২৪ সালে সকল সদস্যের সর্বমোট ১৩৩,১৬,২১৭/- টাকা মাত্র সঞ্চয় জমা রয়েছে। ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিলের মতো মহতী এই কার্যক্রম পরিচালনা করায় অনেক এনজিও পরিচালক, দাতা সংস্থা ও সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিলের কথা শুনে প্রশংসা করেন।

COME TO WORK (CTW)
PKSF Funded Micro Finance & Other Program
Segmental Statement of Income & Expenditure
For the year ended 30 June 2024

Particulars	30-Jun-24								Amount in BDT	
	Micro Finance Program (MFP)	Other Program								
		General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH	30-Jun-24	30-Jun-23
Income:										
Fund Received	-	790,169	-	-	1,747,377	300,000	-	-	2,837,546	5,805,656
Service Charge Collection	77,759,464	-	-	-	-	-	-	-	77,759,464	67,730,584
FDR Interest	1,921,153	1,909	-	-	-	-	-	-	1,923,062	1,348,714
Profit on Provision of Expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172
Other Income	798,794	172,425	3,000	-	856	-	978	-	976,053	462,125
Total Income	**80,479,411**	**964,503**	**3,000**	-	**1,748,233**	**300,000**	**978**	-	**83,496,125**	**75,347,248**
Expenditure :										
Service Charge Paid to PKSF	5,526,763	-	-	-	-	-	-	-	5,526,763	1,071,291
Service Charge Paid to Bank Loan	1,354,308	-	-	-	-	-	-	-	1,354,308	628,001
Service Charge Paid to BNF	43,571	-	-	-	-	-	-	-	43,571	70,384
Service Charge paid Gratuity Loan & security Interest	95,868	-	-	-	-	-	-	-	95,868	106,575
Interest on Member's Savings	6,673,796	-	-	-	-	-	-	-	6,673,796	6,346,991
Expenditure	36,827,280	987,414	-	-	1,894,675	121,400	-	-	39,830,769	35,363,145
Others (VAT/TAX, Audit Fee, Bank Charge)	1,170,035	16,300	943	690	-	1,070	-	101	1,189,139	446,170
LLP Expenses	14,763,598	-	-	-	-	-	-	-	14,763,598	6,638,088
Rebate	2,452,662	-	-	-	-	-	-	-	2,452,662	1,277,382

Amount in BDT

Particulars	30-Jun-24									
	Micro Finance Program (MFP)	Other Program								
		General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH	30-Jun-24	30-Jun-23
Obsolete of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fund Transfer to Project Accounts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,046,053
Depreciation	548,945	228,923	-	-	-	-	-	-	777,868	375,356
Total Expenditure	**69,456,826**	**1,232,637**	943	**690**	**1,894,675**	**122,470**	-	101	**72,708,342**	**57,369,436**
Income Over Expenditure	11,022,585	(268,134)	2,057	(690)	(146,442)	177,530	978	(101)	10,787,783	17,977,812
Total	**80,479,411**	**964,503**	**3,000**	-	**1,748,233**	**300,000**	**978**	-	**83,496,125**	**75,347,248**

The annexed notes form an integral part of these financial statements

Head of Accounts | **Executive Director** | **Chairperson**

Signed in terms of our separate report of even date annexed

COME TO WORK (CTW)

PKSF Funded Micro Finance & Other Program

Segmental Statement of Financial Position

As at 30 June 2024

Particulars	Notes	30-Jun-24									Amount in BDT	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program								30-Jun-24	30-Jun-23
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH			
Assets												
Non-Current Assets :												
Property, Plant & Equipment	6.00	4,514,365	2,278,975	-	-	-	-	-	-		6,793,340	3,010,491
Total Non-Current assets		**4,514,365**	**2,278,975**	-	-	-	-	-	-		**6,793,340**	**3,010,491**
Investments:												
Investments in FDR	7.00	31,607,488	21,369	-	-	-	-	-	-		31,628,857	22,110,287
Total Investments		**31,607,488**	**21,369**	-	-	-	-	-	-		**31,628,857**	**22,110,287**
Current Assets:												
Loan to Beneficiaries	8.00	404,906,238	-	-	-	-	-	-	-		404,906,238	344,398,263
Other Assets	9.00	710,132	130,000	-	-	-	-	-	-		840,132	880,132
Cash & Cash Equivalents	10.00	16,722,456	217,077	2,149	10,990	54,435	256,707	57,721	1,421		17,322,956	16,335,859
Total Current Assets		**422,338,826**	**347,077**	**2,149**	**10,990**	**54,435**	**256,707**	**57,721**	**1,421**		**423,069,326**	**361,614,254**
Total Assets		**458,460,679**	**2,647,422**	**2,149**	**10,990**	**54,435**	**256,707**	**57,721**	**1,421**		**461,491,524**	**386,735,032**
Capital Fund and Liabilities:												
Capital and Reserve	11.00											
Retained Surplus	11.01	101,231,841	1,207,422	2,149	10,990	54,435	256,707	57,721	1,421		102,822,685	93,137,161
Reserve Fund	11.02	11,247,982	-	-	-	-	-	-	-		11,247,982	10,145,723
Total		**112,479,822**	**1,207,422**	**2,149**	**10,990**	**54,435**	**256,707**	**57,721**	**1,421**		**114,070,667**	**103,282,884**

Particulars	Notes	30-Jun-24								Amount in BDT	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program							30-Jun-24	30-Jun-23
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH		
Liabilities:											
Long Term Liabilities (PKSF)	12.00	154,897,247	1,440,000	-	-	-	-	-	-	156,337,247	117,966,665
Total Long Term Liabilities		154,897,247	1,440,000	-	-	-	-	-	-	156,337,247	117,966,665
Current Liabilities	13.00	191,083,610	-	-	-	-	-	-	-	191,083,610	165,485,483
Total Current Liabilities		191,083,610	-	-	-	-	-	-	-	191,083,610	165,485,483
Total Capital and Liabilities		458,460,679	2,647,422	2,149	10,990	54,435	256,707	57,721	1,421	461,491,524	386,735,032

The annexed notes form an integral part of these financial statements

Head of Accounts

Executive Director

Chairperson

Signed in terms of our separate report of even date annexed

ফটো গ্যালারী

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্যারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর একাংশ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন থেকে চেক গ্রহণ করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

পিকেএসএফ কনসার্ন স্যারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির সম্মানিত স্যারদের সঙ্গে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

Liliana Fonds এবং সিডিডি থেকে আগত অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছা।

গার্ডিয়ান লাইফ ইন্সুরেন্স কোম্পানীর প্রতিনিধির কাছ থেকে উপহার গ্রহণের একাংশ।

ফটো গ্যালারী

পিকেএসএফ কনসার্ন স্যারকে ফুল দিয়ে বরণ করার একাংশ।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূস স্যারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর একাংশ।

সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ।

প্রতিবন্ধীদের মাঝে শিক্ষা ও সহায়ক উপকরন বিতরণ করছেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জনাব তাপস রায়।

সিডিডি কার্যালয়ে ফটোসেশনে নোমান ভাই এর সাথে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

স্ট্যাডি ট্যুর পাতায়া সমুদ্র সৈকত (থাইল্যান্ড) এ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।